বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
www.bb.org.bd

১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭

এফই সার্কুলার পত্র নং-৪০ তারিখ ঃ----------

০২ ডিসেম্বর, ২০২০

প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

বিষয় ঃ বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়গণ,

"বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের নীতিমালা" বিষয়ে ০৬/০৮/২০১৯ তারিখের এফই সার্কুলার নং-৩১, ০৭/১০/২০১৯ তারিখের পত্র নং-এফইপিডি(এলডিএ)/১৪৭(১)/২০১৯-৭৬০০ এবং ১২/০৫/২০২০ তারিখের এফই সার্কুলার পত্র নং-২০ এর প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। উপরোক্ত সার্কুলার, পত্র এবং সার্কুলার পত্র মোতাবেক মাঃডঃ ৫,০০০(পাঁচ হাজার) অথবা ৫,০০,০০০(পাঁচ লক্ষ) টাকার অধিক রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে ২ শতাংশ প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানে রেমিটারের কাগজপত্রাদি বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউজ হতে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এক্ষণে, প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানে রেমিটারের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি দাখিল/যাচাই পদ্ধতি নিম্নরূপে সহজীকরণ করা হলোঃ

ক) উল্লিখিত রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে ২ শতাংশ প্রণোদনা/নগদ সহায়তা গ্রহণের জন্য প্রাপক তাঁর ব্যাংক (প্রদানকারী ব্যাংক) শাখায় রেমিটারের কাগজপত্রাদি জমা দিবে।

খ) রেমিট্যান্স প্রদানকারী ব্যাংক রেমিটারের কাগজপত্রাদি নিজ দায়িত্বে যাচাই করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রণোদনা/নগদ সহায়তা ছাড়করণের জন্য রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংকের নিকট কনফার্মেশন প্রেরণ করবে।

গ) উক্ত কনফার্মেশনের ভিত্তিতে রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক রেমিট্যান্স প্রদানকারী ব্যাংক বরাবর প্রণোদনা/নগদ সহায়তা ছাড় করবে।

ঘ) রেমিট্যান্স আহরণকারী এবং প্রদানকারী ব্যাংক একই হলে রেমিট্যান্সের প্রাপক হতে রেমিটারের কাগজপত্রাদি সংগ্রহ এবং উক্ত কাগজপত্রাদি যাচাই রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক নিজেই সম্পাদন করবে।

৩। এ নির্দেশনা ১লা জুলাই, ২০১৯ হতে কার্যকর হবে। এতদ্‌বিষয়ে ইতঃপূর্বে ইস্যুকৃত এফই সার্কুলার নং-৩১ তারিখঃ ০৬/০৮/২০১৯ এবং এর ধারাবাহিকতায় জারিকৃত অন্যান্য নির্দেশনাসমূহ যথারীতি বলবৎ থাকবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
(চলতি দায়িত্বে)
ফোন ঃ ৯৫৩০১০৮

৫০১১৯

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
(লাইসেন্সিং এন্ড ড্রয়িং এ্যারেঞ্জমেন্ট শাখা)

সূত্রঃ এফইপিডি(এলডিএ)/১৪৭(১)/২০১৯-৭৬০০ তারিখঃ ০৭/১০/২০১৯

প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক।

বিষয় ঃ বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে অত্র বিভাগ কর্তৃক সার্কুলার নং-৩১ তারিখ ০৬/০৮/২০১৯ এর মাধ্যমে জারীকৃত "বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের নীতিমালা" এর প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

উক্ত নীতিমালার বিষয়ে আপনাদের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণসমূহের ভিত্তিতে করনীয়সমূহ নিম্নে স্পষ্টীকরণ করা হলোঃ

১. মাঃডঃ ১৫০০ এর অধিক রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে রেমিট্যান্স আহরণকারী ও বিতরণকারী ব্যাংক ভিন্ন হলে রেমিটারের কাগজপত্রাদি নিম্নরূপে সংগ্রহ করতে হবেঃ

রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংকের করণীয়ঃ

ক) রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক তাদের সাথে কার্যরত বিদেশী এক্সচেঞ্জ হাউজগুলোকে স্বীয় সিস্টেমে পাসপোর্টের কপি/নং, বিদেশের নিয়োগদাতা কর্তৃক প্রদত্ত নিয়োগপত্রের কপি/নং, রেসিডেন্ট পারমিটের কপি/নং, Reference no., BMET Approval এর কপি/নং অথবা ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবসার লাইসেন্সের কপি/নং অতিরিক্ত Field সৃষ্টি করে সংযোজনপূর্বক রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংকে প্রেরণের পরামর্শ দিবে।

খ) রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক বিইএফটিএন এর মাধ্যমে রেমিট্যান্সের মূল অর্থ এবং (ক) ক্রমিকের প্রমানক বিতরণকারী ব্যাংকে প্রেরণ করবে। রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক প্রণোদনার অর্থ বিতরণকারী ব্যাংকে প্রেরণের পূর্বে হিসাবায়ন পূর্বক একটি Parking Account এ সংরক্ষণ করবে। বিতরণকারী ব্যাংক হতে Confirmation পাওয়া সাপেক্ষে রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক Parking Account হতে প্রণোদনার অর্থ বেনিফিশিয়ারীর হিসাবে প্রেরণ করবে।

রেমিট্যান্স বিতরণকারী ব্যাংকের করণীয় ঃ

ক) দাখিলকৃত কাগজপত্রাদির যথার্থতা সম্পর্কে ব্যাংক তার নিজ দায়িত্বে নিশ্চিত হবে। এক্ষেত্রে বেনিফিশিয়ারী হতে প্রাপ্ত কাগজপত্রাদি নীতিমালা অনুযায়ী যাচাই করার জন্য রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক হতে রেমিটারের তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারবে।

খ) কাগজপত্রাদির যথার্থতা সম্পর্কে যাচাইপূর্বক আহরণকারী ব্যাংক বরাবর Confirmation প্রেরণ করবে।

২. ১লা জুলাই, ২০১৯ হতে অদ্যাবধি বকেয়া প্রণোদনা নিম্নরূপে বিতরণ করতে হবেঃ

ক) **ক্যাশ পিকআপঃ** বকেয়া গ্রহণ করতে না আসা বেনিফিশিয়ারীর ক্ষেত্রে ব্যাংক নিজ দায়িত্বে গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ করে কাগজপত্রাদি যথাযথভাবে যাচাই সাপেক্ষে যত শীঘ্র সম্ভব বকেয়া প্রণোদনা প্রদান নিশ্চিত করবে।

খ) **একাউন্ট ক্রেডিটঃ** নিজ ব্যাংকে ও বিইএফটিএনের মাধ্যমে বিতরণকারী ব্যাংকে **৩০শে নভেম্বর, ২০১৯ এর মধ্যে** প্রতিটি বেনিফিশিয়ারীর ব্যাংক হিসাবে বকেয়া প্রণোদনা জমা করে দিবে।

গ) মাঃডঃ ১৫০০ এর অধিক রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে ১ নং ক্রমিকের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

-চলমান পাতা ২-

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
(লাইসেন্সিং এন্ড ড্রয়িং এ্যারেঞ্জমেন্ট শাখা)

৩. জাতীয়তার ক্ষেত্রে The Wage Earner Development Bond Rules-1981 এ বর্ণিত সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে- "Wage-Earner" means a Bangladesh national gainfully employed abroad but not paid by the Government or a statutory, autonomous or semiautonomous body, and also includes a Bangladesh national who has his origin in Bangladesh but, for any reason, has assumed foreign nationality. । তদানুযায়ী ব্যাংক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৪. এক্ষেত্রে Foreign Direct Investment, ডোনেশন, ট্রেড এবং ফ্রিল্যান্সিং/আইটি এক্সপোর্ট ও অন্যান্য পণ্য ও সেবার বিপরীতে প্রাপ্ত রেমিট্যান্স প্রণোদনার জন্য বিবেচিত হবে না।

৫. SWIFT-এ RMA এর মাধ্যমে মাঃডঃ ১৫০০ এর অধিক রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে রেমিটার এবং বেনিফিশিয়ারী উভয়েরই নিজ নিজ দেশে KYC সম্বলিত ব্যাংক হিসাবের তথ্য বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।

৬. FC হিসাবের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিদেশ হতে প্রেরিত Wage Earners' Remittance যথাযথভাবে যাচাইসাপেক্ষে টাকায় রূপান্তরের পর উক্ত অর্থের উপর ২% প্রণোদনা বিবেচ্য হবে।

৭. বিদেশ হতে কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কর্তৃক বেতনভাতাদি রেমিট্যান্স আকারে দেশে প্রত্যাবাসিত হলে এবং বেনিফিশিয়ারী ব্যক্তি (Natural Person) হলে তা যাচাইসাপেক্ষে প্রণোদনার জন্য প্রযোজ্য হবে।

৮. Remittance এর বেনিফিশিয়ারী প্রতিষ্ঠান হলে তা প্রণোদনার জন্য বিবেচিত হবে না।

৯. অনিবাসী কর্তৃক নগদে আনীত বৈদেশিক মুদ্রা প্রণোদনার জন্য বিবেচিত হবে না।

১০. "প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য রেমিট্যান্স সেবার মান বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।" সার্কুলার লেটার নং- এফইপিডি(এলডিএ)১৪৭/২০১৭-০৯ তারিখঃ ১৪/০৬/২০১৭ এর নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ কাওছার মতিন)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৯৫৩০৪৮৭